REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

১০ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৭ই বৈশাখ বুধবার ১৩৩১ ইংরাজী 30th April 1924 | ৩২শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন:—

আমাদের দোকানে চাঁদি, সোনা, গিনি মোহর এবং সকলপ্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। কোন অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে দিলে আমরা নির্দ্দিষ্ট দিনে দিয়া থাকি। মফঃস্বলে ভিঃ, পিঃ, তে মাল পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ দে এণ্ড ব্রাদার্স
জঙ্গিপুর, সাহেব বাজার, (মুর্শিদাবাদ)।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৶০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

হিলিংবাম

গত ৩০ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নুতন জীবন, নুতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানেঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক দৃষ্টক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্ট" রমণীরক্ষক হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১।০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৸৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যোনমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৭ই বৈশাখ বুধবার ১৩৩১ সাল।

মরিয়া কেমন আরাম।

—:০:—

দুঃখী লোকে অনেক সময় বলে—'ম'লে বাঁচি'। কিন্তু আমাদের সহরে মরিয়াও নিস্তার নাই। হিন্দুর মড়া তো পোড়াতে হ'বে? শ্মশান ঘাটে মড়া নিয়ে যাও দেখবে কাঠ নাই। যদিও বা কাঠ আছে তাহা এত কাঁচা যে আগুনের দাহিকাশক্তিও সেই কাঠের কাছে হার মানে। প্রায় দেখা যায় হয় ভিজে ভুমুর কাঠ নয় কাঁচা জিউলী কাঠ। টাউনের যারা একটু মান খাতেরের লোক তারা হয়ত কাঠ কোনরূপে সংগ্রহ করে শবের সৎকারটী কর্‌লেন কিম্বা কর্ত্তারাই গিয়ে কোনরূপে কাঠ খড়ের যোগাড়টা ক'রে দিয়ে একটু সহানুভূতি দেখা'লেন। কিন্তু রামা শ্যামার মড়া বা বিদেশের মড়ার সৎকারে যে কি কষ্ট তা' ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝবে? কাঠের অভাবে অনেক শবকে আস্ত বা স্থলবিশেষে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া দিয়া আসিতে হয়। তখন কুকুর শেয়ালে বা মৎস্য কচ্ছপে শবদেহের সৎকার করিয়া থাকে। মা বাপের বা আত্মীয় স্বজনের মৃতদেহ এবম্প্রকার অবস্থায় ফেলিয়া আসা যে কি প্রকার হৃদয় বিদারক তা বলাই বাহুল্য। কর্ত্তারা এ ব্যাপার জানেন সবাই তবুও তাঁদের গোচরে আনিলে প্রতিকার করেন কি—"অমুক টু এন্‌কোয়ার এণ্ড রিপোর্ট।" যেন ন্যাকাটী কিছুই জানেনা, শ্মশানঘাট দশ মাইল দূরে তার খবর লওয়া অধস্তন কর্ম্মচারী ভিন্ন হুজুরদের পক্ষে অসম্ভব। যাহা হউক এর প্রতিকার মিনসিপাল দ্বারা হবার নয়। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি মিনসিপাল আইনের কবলের বাহিরে একখানি শুষ্ক কাঠের আড়ত করেন তবেই এই দুঃখ দূরে যাবে নচেৎ 'যে তিমিরে সে তিমিরে'।

অলৌকিক ঘটনা।

—•—

টাঙ্গাইল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কেরাণী, বাথুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বাগছী মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার পিতামহের সময়ের একখানি তারামূর্ত্তি পট আছে। নরেন্দ্র বাবুর পিতামহ নাকি ঐ পট পূজা করিতেন, এখন আর কেহ পূজা করেন না। সম্প্রতি কয়েক দিন হইল হঠাৎ উক্ত পটস্থিত মূর্ত্তির জিহ্বা হইতে রক্তধারা পড়িতে থাকে। প্রকাশ, পটের গায়ে রক্তের দাগ দেখিয়া নরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী, কেহ পানের পিক ফেলিয়াছে মনে করিয়া পরিধেয় কাপড় দ্বারায় মুছিতে যাইয়া দেখেন যে উহা রক্ত এবং তাঁহার গলা দিয়াও রক্ত পড়িতে আরম্ভ হয়। পরে স্বপ্নে আদেশ হইয়াছে যে, বহুদিন আমার পূজা না করায় এরূপ হইয়াছে। পরে পূজা মানস করার পর আর তাঁহার গলা দিয়া রক্তপাত হয় নাই। অনেক গণ্যমান্য লোক সংবাদ পাইয়া ঘটনা-স্থলে গিয়াছিল এবং অবস্থা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। সম্প্রতি ঐ বাড়ীর একটী মেয়ের গলা দিয়া সময় সময় নাকি রক্ত পড়িতেছে। বিশেষ বিস্ময়কর ঘটনা বটে!

জাল বণিক।

—•—

স্বদেশী ষ্টোর্সে মজার কাণ্ড।

গত বুধবার দিন দ্বিপ্রহের সময় কলেজ স্কোয়ারস্থ স্বদেশী ষ্টোর্সে দুইজন বাঙ্গালী যুবক প্রবেশ করে, এবং তাহাদের মধ্যে একজন নিজকে, একজন বড় ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা একখানি সাড়ী কিনিতে চায়। তাহাদিগকে কয়েক জোড়া বহুমূল্যের সাড়ী দেখান হয়। জাল বণিকের সঙ্গের লোকটী তাহাকে দেখাইবার জন্য ভিতর হইতে দোকানের সম্মুখভাগে সাড়ী নিয়া যায় এবং উহা নিয়া পলায়ন করে। তৎক্ষণাৎ উহার পিছনে পিছনে লোক যাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। জাল বণিক ইত্যব-সরে পলায়ন করে। ধৃত ব্যক্তিকে পুলিশে দেওয়া হইয়াছে এবং অপর ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য তদন্ত করা হইতেছে।

ঢাকায় বিবাহে অদ্ভুত কাণ্ড।

—•—

সাধুবাবাজীর আশ্চর্য্য ব্যবহার।

গত সপ্তাহে বুধবার ঢাকার জগন্নাথ কলেজ বোর্ডিং গৃহে একটী বিবাহ উৎসব হইতেছিল। একজন সাধু সেখানে উপস্থিত হয়। কন্যা পক্ষীয়েরা মনে করে যে, সে বরপক্ষীয় লোক। খাওয়া দাওয়ার পর শয়ন করিবার সময় সাধু বাবাজী মেয়েদের ঘরের পাশের ঘরে শুইবার জন্য প্রবেশ করিতে গেলে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া সকলে তাহাকে বাধা দেয়। আরো একটী অপরিচিত লোকও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, বাটীর দরজায় "আসুন" লেখা দেখিয়া তাহারা উৎসবটী সাধারণের জন্য ভাবিয়া বাটীতে প্রবেশ করে। সাধুকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। তাহার নিকট হইতে ৩৭০০৲ টাকার একখানি ব্যাঙ্কের পাশ বহি এবং নগদ ৪০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

শিলং কলেজে অদ্ভুত চুরি।

—•—

খাসিয়া চোরের স্বীকারোক্তি।

কিছুদিন যাবৎ শিলংয়ের সেণ্ট এড্‌মাণ্ড কলেজের কাপড়-চোপড় রাখিবার ঘর হইতে মধ্যে মধ্যে কাপড়-চোপড় চুরি যাইত। কোন রকমে এই চুরির কোন কিনারা করিতে না পারিয়া কলেজের অধ্যক্ষ কাপড়-চোপড় রাখিবার ঘর এবং তাঁহার নিজের শয়নগৃহের মধ্যে একটী বৈদ্যুতিক বেল লাগাইয়া রাখিয়া দেন। একদিন মধ্যরাত্রে হঠাৎ বেলটি বাজিয়া উঠে এবং তখনই কলেজের অধ্যক্ষ ও ছাত্রগণ উক্ত বস্ত্রাগারের দিকে অগ্রসর হন। একটি কাল লোক ঐ ঘর হইতে পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া কলেজ গৃহের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া বসিয়া থাকে। ছাত্রগণ নীচুতে থাকিয়া চোরকে পাহারা দিতে থাকে। সকালে পুলিশ আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। চোরটি একজন খাসিয়া। সে সকল কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছে যে, সে প্রায়ই ঐ বস্ত্রালয় হইতে কাপড়-চোপড় চুরি করিত। উক্ত গৃহের উপরের দিকের ছাদের নিকট আলো আসিবার জন্য যে কাঁচের জানালা আছে, সে যন্ত্র দ্বারা উহা খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত এবং কাপড়-চোপড় লইয়া যাইবার সময় পুনরায় জানালাটি আট-কাইয়া দিয়া যাইত। এজন্য কেহই তাহার চুরির ব্যাপার বুঝিতে পারিত না। সে বলি-য়াছে যে, বায়স্কোপের চিত্র দেখিয়া সে এই নূতন চুরির উপায় শিক্ষা করিয়াছে।

বঙ্গীয় সরকারী কৃষিবিভাগ দ্বারা পরিক্ষিত কয়েকটী পূর্ব্ববঙ্গের উপযোগী ধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ;

—:০:—

ঢাকা সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বহুদিন হইতে নানা প্রকারের ধানের ফলন ও অন্যান্য গুণাগুণ হিসাবে পরীক্ষা ও নির্ব্বাচন হইয়া আসিতেছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত আট প্রকার ধানের উপযোগীতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হওয়ায় ইহাদিগের গুণাগুণ সম্বন্ধে সাধারণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আমন ধান।

ঢাকা ১নং—এই ধান ইন্দ্রসাইল নামে বহুদিন হইতে কৃষিবিভাগ হইতে বিতরিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের বহু স্থলেই এখন ইহার আবাদ হইতেছে। এবং যে সব জমিতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত জল পাওয়া যাইতে পারে সেই সব স্থানের দোআঁশ জমিতে ইহার আবাদ বিশেষ লাভজনক। মধুপুর অঞ্চলের নামন (বাইদ) জমিতে ইহা বেশ ভালরূপে জন্মায়, ইহা মাঝারি মোটা রকমের ধান এবং অগ্রহায়ণের শেষ লাগাদ কাটিবার উপযুক্ত হয়।

ঢাকা ৩নং—ইহা অনেকটা ১নং ধানের মত কিন্তু একটু দেরীতে পাকে, এবং সেইজন্য যেসব জমিতে যথেষ্ট জল থাকে সেইরূপ নামন জমির বিশেষ উপযোগী।

ঢাকা ৫নং—ইহাও অনেকটা ১নং ধানের মত, কিন্তু অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পাকে এবং সেইজন্য অপেক্ষাকৃত উচু এবং দোআঁশ জমিতে ইন্দ্রসাইল অপেক্ষা বেশী উপ-যোগী।

ঢাকা ৭নং—ইহা একটী বেশী ফলন বিশিষ্ট মোটা ধান ও দেরীতে পাকে, ইহার খড় গুলিও সবল ও দৃঢ় হয়, নির্ব্বা-চিত সকল ধানের মধ্যে এই ধানের ফসল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, নামন উর্ব্বর জমি অথচ যথেষ্ট জল আছে এই সব স্থানে ইহা প্রচুর জন্মায়।

ঢাকা ৯নং—ইহার উৎপত্তি দাউদখালি ধান হইতে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎকর্ষিত ও উন্নত করা হইয়াছে,

ইহা মিহিজাতের ধান ; ফলনেও ভাল এবং পূর্ব্বোল্লিখিত চারিপ্রকার ধান অপেক্ষা পূর্ব্বে পাকে, এবং উচু ও হালকা জমিতে অল্পায়াসে জন্মায়।

আউস ধান।

ঢাকা ২নং—এই ধান কয়েক বৎসর যাবৎ 'কটকতারা' নামে বিতরিত হইতেছে। ইহা মাঝারি রকমের মিহি ধান। আউসের তুলনায় ইহা একটু দেরীতেই পাকে এবং রসযুক্ত উর্ব্বর উচু জমিতে ভাল জন্মায়। একই জমিতে প্রথমে আউস ও পরে আমন ধানের আবাদ করিবার পক্ষে এই ধান উপযোগী নহে।

ঢাকা ৪নং—ইহাও একটী মাঝারি রকমের মিহি ধান এবং প্রায় কটকতারার মত একরকমের ধান, গুণাগুণও সেইরূপ।

ঢাকা ৬নং—ইহা খুব মিহিজাতের আউস ধান। ২নং ও ৪নং ধান অপেক্ষা পূর্ব্বে পাকে এবং যেসব জমিতে ঐ ধানগুলি জন্মায় তাহাতে ভালই হয়, অধিকন্তু হালকা জমিতেও বেশ জন্মায়।

এই সব ধানের খাটী বীজ ঢাকার সরকারী উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদের (Economic Botanist to the Government of Bengal.) নিকট নিম্নলিখিত মূল্যে পাওয়া যায়।

নং ১, ৩, ৫, ৭, ২, ৪, মন প্রতি ৩৷৹।

নং ৯ ও ৬ „ ৪৲।

ইহা ব্যতীত প্যাকিং ও রেল কিম্বা ষ্টিমারের ভাড়া স্বতন্ত্র।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৫ই মে ১৯২৪।

৬৭ থাং ডিঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র খাঁ দেং চণ্ডিচরণ সিংহ দিং দাবি ৭৯৷৵৩ পং সুলতানউজিয়াল মৌজে পাইকস্তা ৪৫/৩৮ কাত ২৩৲ আঃ ৬০৲

৬৪ থাং ডিঃ ঐ দেং উমেশ মণ্ডল নাঃ পক্ষে অলি পিতা মহী কুড়ানি বেওয়া দাবি ২৯/৩ পং ঐ মৌজে ডাঙ্গাপাড়া ৮৫১৫ কাত ৪৫/১২ আঃ ১২৲

৬৩ থাং ডিঃ ঐ দেং বিধুভুষণ হুল্লা দিং দাবি ২৮৸৵৩ পং ঐ মৌজে পাইকস্তা ১২।২৫ কাত ৬৶৹ আঃ ২০৲

৬২ থাং ডিঃ ঐ দেং নকড়ি সেখ দিং দাবি ১৮/৬ পং ঐ মৌজে ঐ ৩৷৩ কাত ৩৸/১০ আঃ ১২৲

৫৪০ থাং ডিঃ ত্রিপুরাশঙ্কর চৌধুরী দিং দেং কান্তিচন্দ্র ঘোষ দিং দাবি ১৩২৫০ মৌজে জিনদিঘি ১৪/ কাত ২৮৲ আঃ ৫০৲

১৪৬ থাং ডিঃ কাদম্বিনী গুপ্তা দেং ত্রিগুণতারিণী বর্ম্মণ্যা দাবি ২৭।১০ পং গনকর মৌজে দয়ারামপুর ৫/১॥ কাত ৬॥৶/১২॥ আঃ ২০৲

১৪৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ব্রজেন্দ্রনাথ সিংহ দাবি ২১।/১৫ পং গনকর মৌজে দয়ারামপুর ২/১। কাত ২॥০ আঃ ২০৲

১২২ থাং ডিঃ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দিং দেং নামদার সেখ দাবি ২২৫৸/৯ পং সমসখালি মৌজে পাতনাটোলা ১৫২৫ কাত ২৫১০ আঃ ১৫৲

৭০ থাং ডিঃ ঐ দেং জোনাব সেখ দিং দাবি ৪০।০ পং ঐ মৌজে আসদনগর ৬।০ কাত ৫৫৶ আঃ ২৫৲

৬৯ থাং ডিঃ ঐ দেং রমজান বিশ্বাস দাবি ১০৵৯ পং ঐ মৌজে পাতনাটোলা ৬।১ কাত ৮৫৯ আঃ ৩০৲

৯৮ থাং ডিঃ সুধাংশুভুষণ দাস গুপ্ত দেং গোপিনাথ ঘোষ দিং দাবি ৪৯৵৩ মৌজে কারখানা ২॥২ কাত ৮৲ আঃ ৩৫৲

৬৩৬ থাং ডিঃ ভজহরি নাথ দিং দেং গুপী বেওয়া দাবি ২২৶ পং জোয়ারবিরাহিমপুর মৌজে বামুয়া ৩/ কাত ৩৷০ আঃ ১৫৲

৫৯ থাং ডিঃ শ্রীশ্রী৺লক্ষীজনার্দ্দন দেব ঠাকুরের সেবাইত গুরুচরণ সিংহ দেং নসীমুদ্দিন মিঞা দিং দাবি ২০৶০ ৯১৮ ও ৯১৯ নং তৌজির মহাল পং চাঁদপুর তরফ দরিয়া-পুর মৌজে গোসাইপুর ৫॥২ কাত ৩৵২॥

৮৪ থাং ডিঃ শ্যামাপদ রায় দিং দেং বিষ্ণুচন্দ্র রায় দিং ১৯৯ নং তৌজির মহাল পং গনকর মৌজে রামপুরা ৩৫৸০ কাত ২৩৸৵৫ আঃ ২০০৲

চৌকী জঙ্গিপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৯শে মে ১৯২৪।

১০৫ থাং ডিঃ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দিং দেং একুব সেখ দিং দাবি ৪০॥/০ পং সমসখালী মৌজে পাতনাটোলা ১৫৩৶০ কাত ৫।৵৩। আঃ ২৫৲

সালসা

খেতে কোন হাঙ্গামা নাই

অনুপান—গরম দুধ ; অভাবে গরম জল।

মাত্রা	পূর্ণ বয়স্কের এক দাগ, ৬ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ দাগ, অনূন বয়স্কের ৫।৭ বিন্দু হইতে সিকি দাগ।
ব্যবহার বিধি	সকালে ও বৈকালে এক দাগ করিয়া সুরবল্লী কষায় এক ছটাক আন্দাজ গরম দুধ ঠাণ্ডা করিয়া ঐ দুধের সহিত খাইতে হয়। দুধ অভাবে গরম জল ব্যবহার করা চলে।
পথ্যাপথ্য	পুরাতন চালের ভাত, কিম্বা রুটী বা লুচি এবং ছোট মাছ ; মুগ, ছোলা বা অড়হর ডাল ; পটল, আলু, বেগুন, ডুমুর, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, কাঁঠাল বিচি, কাঁকুড়, থোড়, মোচা, ওল, মানকচু, এঁচোড়, মটরশুটি, কপি প্রভৃতির ব্যঞ্জন সুপথ্য। তৈলপক্ক ব্যঞ্জন অপেক্ষা ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন ; সাধারণ নুনের পরিবর্ত্তে সৈন্ধব নুন ; অল্প মিষ্টে প্রস্তুত সকল রকম ঘৃতপক্ক খাবার—লুচি, মোহনভোগ, গজা, মেঠাই, মাখন, মিছরি, বেদানা, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, আঙ্গুর, খোবানী, এবং সুপক্ক ফল আম, পানিফল, ইত্যাদি বিশেষ উপকারী।
সাধারণ নিয়ম	প্রয়োজন মত গরম জলে স্নান করা। গায়ে একটী জামা সর্ব্বদা রাখিলে ভাল হয়। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও প্রফুল্লচিত্তে থাকা, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা ও সুনিদ্রার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।
নিষিদ্ধ	নিয়মাদি ও অন্যান্য পালনোপযোগী নিয়মাদি সুরবল্লী কষায় ব্যবহার-বিধি পুস্তকে বিস্তারিত লেখা আছে।

সুরবল্লী কষায়

সেবনে বাত, সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি ও চর্ম্মরোগ, যাবতীয় দুষ্টক্ষত, শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

উদ্ভিজ্জ দ্রব্যে প্রস্তুত, খাইতে সুস্বাদু। সকল বয়সে এবং সকল ঋতুতে নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

এক শিশি ১৷৹ টাকা—ডাকমাশুল ৸৹ আনা

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিঃ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট
—কলিকাতা—

অম্লরোগের মহৌষধ

অম্লপিত্তান্তক বটিকা—সর্ব্ব অজীর্ণ অম্ল ও শূল রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে অম্লশূল, বুকের কামড় ও গা বমি বমি করা, মুখে জল উঠা, ভুক্তান্ন বমি হওয়া, অজীর্ণজনিত স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠবদ্ধ, মধ্যে মধ্যে পাতলা দাস্ত হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ আরোগ্য হয়। বহুকষ্টে সংগৃহীত ও সরকারী ডাক্তারের বৈজ্ঞানিক মতে পরীক্ষিত ও দেশীয় গাছগাছড়া দ্বারায় প্রস্তুত করা হইয়াছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোক ভিন্ন সকলে সকল সময়ে সেবন করিতে পারেন। মূল্য প্রতি বড় শিশি ১৲ টাকা, ছোট শিশি ॥০ আনা মাত্র ডাক মাশুলস্বতন্ত্র।

নিম সাবান।

এই সাবান মাখিলে সামান্য খুজলি (চুলকানি) হইতে গলিত কুষ্ঠ পারদজনিত নানাবিধ চর্ম্মরোগ, ক্ষত, বাতরক্ত গায়ে চাকা চাকা দাগ হইয়া উঠা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি-জনিত চর্ম্মপীড়া অতি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি বাক্স ৸০ বার আনা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ শ্রীমুরারিরঞ্জন সিংহ।

ম্যানেজার—সিংহ এণ্ড কোং, বৃন্দাবন ও মথুরা ইউ, পি।

এজেন্টস্ :—১। ব্যানার্জ্জি কোং ও ২। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দাস। রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)। ৩। শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম ব্যানার্জ্জি। কান্দী, (মুর্শিদাবাদ)

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

রত্নসদৃশ গ্রন্থরাজী প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল!

সত্বর লিখুন—বিলম্বে হতাশ হইবেন।

ঠিকানা ঃ— **বৈদ্যশাস্ত্রী মণিশঙ্কর গোবিন্দজী।**

'আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়,'

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আরও পড়ুন! আরও দেখুন!! অবাক্ হইবেন!!!

নাম মাত্র মূল্যে দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য ধাতুঘটিত মহৌষধাবলী।

১। সকল সালসার রাজা "লোহাসব"।

ইহা সেবনে শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চারিত হয় ও দেহ পরিপুষ্ট হয়। এই মহৌষধ সেবনে হাঁপানি যক্ষা, বুকের বা হৃদ্‌যন্ত্রের যন্ত্রণা দূর হয় এবং প্লীহার বিস্তৃতি বন্ধ হয়। মূল্য ১৫ তোলার ১ শিশি ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

২। "আরোগ্য অবলেহ" ব্যবহার করুন, ফল হাতে হাতে, প্রতি কৌটা ২০ তোলা পূর্ণ, মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

৩। "লৌহভস্ম" লউন—ইহা ব্যবহারে সত্য সত্যই লোহা হজম করিতে পারিবেন এবং দেহ লোহার মত শক্ত হইবে। মূল্য প্রতি তোলা ৫৲ টাকা মাত্র।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১॥০ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমস্থত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, আরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা।ঃ— মূল্য ॥৶৹

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ **পুরাতন** জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

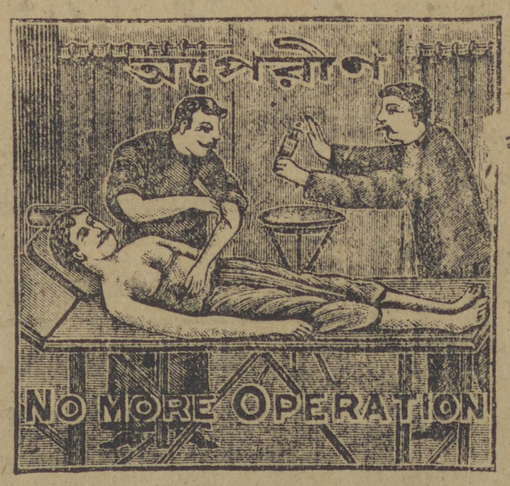

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।ঃ—

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লা ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ॥৹ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ— ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶৹ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। একজিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ॥৹ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা